গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং খাদুব্যম/সর-১/চলাচল সূচি-১/০৪ (অংশ-১)/১৯২ তারিখ ঃ ২০/৫/২০০৮ ইং

বিষয় ঃ খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮।

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ জাতীয় খাদ্যনীতি' ২০০৬ এ সকল সময়ে সকল জনগনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। খাদ্য লভ্যতা (availability of food) ও খাদ্যের প্রাপ্যতা (access to food) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনায় অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃটন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং জরুরী সংকট মোকাবেলায় ন্যুনপক্ষে ৩ মাসের সমপরিমান খাদ্যশস্য মজুদের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারী খাতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ও বিদেশ হতে আমদানীকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ চাহিদার নিরিখে সারাদেশে বিস্তৃত খাদ্য গুদামে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে চলাচল কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২ ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যপতন রোধ, কৃষকদের উৎসাহমূল্য প্রদান, আপৎকালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা মজুদ গড়ার লক্ষ্যে সরকার মৌসুমভিত্তিক চাল, ধান ও গম সংগ্রহ করে থাকে। সংগ্রহ নিবিড় অঞ্চলে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য স্থানীয় চাহিদার সমপরিমাণ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য (চাল/গম ইত্যাদি) দেশের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনের প্রয়োজন হয়। মৌসুমের সীমিত শীর্ষ সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ তথা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুদামের ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকগুণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ আবশ্যিক হওয়ায় সংগৃহীত খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে ঘাটতি বা বিতরণ অঞ্চলে পরিবহন করা চলাচলের প্রধান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে এবং চলাচল দক্ষতা খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতার নিয়ামক হয়েছে।

১.৩ দেশের সামগ্রীক খাদ্য ঘাটতি নিরূপণ করে সরকার কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক সূত্র এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে সমুদ্র, নৌ, রেল ও সড়কপথে খাদ্যশস্য আমদানী করে নিরাপত্তা মজুদ গড়া আবশ্যক হয়। এছাড়াও দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যশস্য বন্দরে খালাস করে স্থানীয় এবং বিতরণ অঞ্চলের খাদ্য গুদামসমূহে প্রেরণের প্রয়োজন হয়।

১.৪ অতীতে সরকারী মজুদ মূলত আমদানীনির্ভর থাকায় খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস ও সাশ্রয়ীভাবে বন্দর হতে অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরণ করাই চলাচলের মুখ্য কার্যক্রম ছিল। সময়ের বিবর্তণে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে; পাশাপাশি সরকারী বিতরণ ব্যবস্থায় বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য-নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন কয়েকটি অঞ্চল/জেলায় সীমাবদ্ধ থাকায় সংগ্রহ আবার বহুলাংশে চলাচল সামর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

১.৫ বিদেশ হতে আগতব্য খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ খালাস এবং খাদ্যশস্য (আমদানীকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত) সংরক্ষণের জন্য চলাচল সূচি প্রণয়নের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ০৫/০৮/৯৭ তারিখের এমএফ/এফপিএমইউ -২/১৪০/৯৪/৩০৯ নং স্মারকে জারী করা হয়। সময়ের ব্যবধানে ও নতুন প্রেক্ষাপটে জারীকৃত নীতিমালা প্রতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সরকার সামগ্রীক বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন করে নিম্নোক্ত নীতিমালা এতদ্বারা জারী করলেন ঃ

২.০ উদ্দেশ্যঃ

২.১ সরকারি খাতে সংগৃহীত ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমান, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে সংরক্ষনের জন্য নিরাপদ স্থানান্তর করাই এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৩.০ পরিকল্পনাঃ

৩.১ বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য স্থানান্তর ও ঘাটতি অঞ্চলের গুদামে প্রেরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব জেলার ও বিভাগের খাদ্য গুদামের ধারন ক্ষমতা, সংগ্রহের সম্ভাবনা, খাদ্য বাজেটে বিতরণ বরাদ্দ ও সম্ভাব্য উত্তোলন নিরিখে প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে গুদাম ভিত্তিক অন্তঃ ও আন্তঃ জেলা এবং আন্তঃ বিভাগ সমন্বিত চলাচল পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত ও পরিবহন বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুরূপভাবে, খাদ্য অধিদপ্তর বিদেশ হতে অনুদান ও নগদ ক্রয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য খালাস, সংরক্ষণ ও পরিবহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বরাদ্দের পরিমান প্রয়োজনের নিরিখে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে।

৩.২ সংগৃহীত ও বিদেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য পরিবহন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগ্রহ নীতিমালা/বৈদেশিক চুক্তির শর্ত বিবেচনায় ন্যুনতম ব্যয় সম্বলিত রুট প্রাধান্য পাবে।

৩.৩ অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ বিভাগের মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চলাচল সূচি জারি করতে পারবে এবং জারিকৃত চলাচল আদেশে সূচি প্রণয়নের পূর্নাংগ প্রেক্ষাপটসহ প্রয়োজনীয়তা ও যথাযর্থতার বর্ণনা থাকবে।

৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তর হতে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ জেলা, বিভাগ ও আন্তঃবিভাগ পরিবহন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অপ্রয়োজনীয় সূচি জারির সুযোগ না থাকে।

৩.৫ সংগৃহীত ও আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের সার্বিক চলাচল, সংরক্ষন, বাস্তবায়ন ও পরিধারণের দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত থাকবে। খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে চলাচল কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশ করবে।

৩.৬ খাদ্য অধিদপ্তর ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম অর্থাৎ Least Cost Route নির্ধারণের জন্য দ্রুত কারিগরী সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং সারাদেশব্যাপি ও সকল পরিবহন মাধ্যম বিবেচনায় Movement Programming Software প্রণয়ন ও ব্যবহার শুরু করতে হবে, যাতে করে ন্যুনতম ব্যয় মাধ্যম নির্ধারনে human error এড়ানো যায়।

৩.৭ খাদ্য অধিদপ্তর থেকে চলাচল সংক্রান্ত Database তৈরী করতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারায়ন ও ওয়েব সাইটে প্রদান করতে হবে।